# ডেল্‌টা লাইফের ১০ বছর পূর্তি ঃ বিশেষ ক্রোড়পত্র

## 'বাণী'

ডেল্‌টা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড-এর কার্যকাল দশ বছর পূর্ণ হলো। এ যেন এক নবীণ শিশু, হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে যে চলতে শিখে উপনীত হয়েছে কৈশোরের দ্বারপ্রান্তে। সম্মুখে তার সাফল্যের রৌদ্রস্নাত অবারিত জীবন।

সাফল্যের এই একটি দশক তিল তিল করে গড়ে তুলেছেন অগণিত নিবেদিত প্রাণ কর্মী, কর্মকর্তা, আমাদের অসংখ্য শুভানুধ্যায়ী ও পৃষ্ঠপোষক। প্রতিবছরই ক্রমবর্দ্ধমান সংখ্যায় নতুন নতুন পলিসি বিক্রয়ের মাধ্যমে ডেল্‌টা পরিবারের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। শক্তিশালী হচ্ছে কোম্পানীর আর্থিক বুনিয়াদ। গ্রামীণ বীমা ও গণবীমার ইতিবাচক আন্দোলন জীবন বীমার কল্যাণ-ছোঁয়া পৌঁছে দিচ্ছে গ্রামে-গ্রামে, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষের দোর গোড়ায়।

আজ আমি আনন্দিত। দেশের বীমা শিল্পে ডেল্‌টা লাইফ সৃষ্টি করেছে এক অভূতপূর্ব জোয়ার। ডেল্‌টা পরিবারের প্রতিটি সদস্যই এই সাফল্যের সমান অংশীদার। আমাদের উত্তরসূরীদের জন্যে সমৃদ্ধ ভবিষ্যত গড়ে তোলার লক্ষ্য অর্জনে বিগত এক দশকের এই সাফল্যকে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, এটাই দেশবাসীর প্রত্যাশা।

কোম্পানীর পরিচালনা বোর্ডের সম্মানিত সদস্যদের পক্ষ থেকে আমি সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা- অভিনন্দন।

(কাজী ফজলুর রহমান)
চেয়ারম্যান
পরিচালনা বোর্ড
ডেল্‌টা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ

## আমাদের কোম্পানী ঃ ডেল্‌টা লাইফ

আশির দশকে কিছুসংখ্যক উদ্যোগী প্রবাসী বাংলাদেশী পেশাজীবী দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের অভিপ্রায়ে বেসরকারী খাতে একটি জীবন বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন। তাঁদের সাহসী উদ্যোগের ফলশ্রুতিতে ১৯৮৬ সালে ডেল্‌টা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী জন্ম লাভ করে। একই বছরের ডিসেম্বর মাসে কোম্পানী ব্যবসা শুরু করে।

সকল উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশেও পুঁজির স্বল্পতা উন্নয়নের পথে অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধক। জীবন বীমা শিল্প অর্থনৈতিক নিরাপত্তা প্রদানের পাশাপাশি জনগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় একত্রিত করে বিনিয়োগযোগ্য অর্থবহ বৃহৎ পুঁজি সৃষ্টি করতে পারে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এ কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লাভজনক বিনিয়োগ মাধ্যম হিসেবে জীবন বীমাকে জনপ্রিয় করে তুলতে পারলে অভ্যন্তরীণ পুঁজি সৃষ্টির হার দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। আর এ প্রক্রিয়াতে যথাযথ অবদান রাখার লক্ষ্যেই ডেল্‌টা লাইফের প্রতিষ্ঠা।

### উদ্দেশ্য ঃ

- আধুনিক বীমা সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ব্যক্তি ও পরিবারের অধিকতর আর্থিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা।
- উন্নত সেবা ও আকর্ষণীয় হারে বোনাস প্রদানের মাধ্যমে জীবন বীমাকে একটি লাভজনক সঞ্চয় ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করা।
- জনসাধারণের ক্ষুদ্র সঞ্চয়সমূহকে একত্রিত করে জাতি গঠনমূলক বিভিন্ন হিতকর ও লাভজনক প্রকল্পে বিনিয়োগ করা।

### কার্যক্রম ঃ

জীবন বীমা মূলতঃ একটি নিরাপত্তা ব্যবস্থা বলেই বিবেচিত। ডেল্‌টা লাইফ তার সৃজনশীল কার্যক্রমের মাধ্যমে এ সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় যে, জীবন বীমা পলিসিতে বিনিয়োগ আর্থিক নিরাপত্তার পাশাপাশি একটি চমৎকার লাভজনক সঞ্চয় পরিকল্পনাও বটে। এ লক্ষ্যে দেশের বিভিন্নস্তরের জনগোষ্ঠীর চাহিদা অনুযায়ী ডেল্‌টা লাইফ নতুন নতুন আকর্ষণীয় বীমা পরিকল্প উদ্ভাবন ও চালু করেছে। পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক চাহিদার মোকাবেলায় বিভিন্ন ধরনের আকর্ষণীয় একক ও গ্রুপ বীমার পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র পশ্চাদপদ জনসাধারণের জন্য কোম্পানীর "গ্রামীণ বীমা" প্রকল্প এবং শহরাঞ্চলের মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মানুষের জন্য "গণ বীমা" প্রকল্প ইতিমধ্যেই প্রচুর সাফল্য অর্জন করেছে। প্রতিবছরই নতুন নতুন পরিকল্প উদ্ভাবন ও বিপণন করা হচ্ছে। সম্প্রতি প্রবর্তিত কোম্পানীর স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্প "ডেল্‌টা কেয়ার" এবং গৃহায়ণ প্রকল্প "হোম লোন ইনসিওরেন্স" বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বিভিন্ন শ্রেণীর বীমা গ্রাহককে উন্নত ও ত্বরিৎ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কোম্পানী শুরু থেকেই কম্পিউটার প্রযুক্তিসহ নানা রকম আধুনিক ও সময়োপযোগী পদ্ধতি ব্যবহার করছে।

১৯৯৫ সালে প্রথম বারের মতো কোম্পানীর ১.৫০ কোটি টাকার সাধারণ শেয়ার গ্রাহকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। এ উপলক্ষে জনসাধারণের মধ্যে অভূতপূর্ব উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। ১.৫০ কোটি টাকার শেয়ারের জন্য ৪৫ কোটি টাকারও উর্ধ্বে আবেদনপত্র জমা পড়ে। শেয়ার বাজারেও কোম্পানীর শেয়ার মূল্যে তেজীভাব অব্যাহত রয়েছে। কোম্পানীর উত্তরোত্তর সাফল্য ও ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার এটি একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

### ব্যবস্থাপনা ঃ

দক্ষ ব্যবস্থাপনা সাফল্যের চাবিকাঠি। এ জন্য চাই পেশাগত দক্ষতা সম্পন্ন যোগ্য ব্যক্তিত্ব। আমাদের কোম্পানী পরিচালনায় নিয়োজিত আছেন উচ্চশিক্ষিত, অভিজ্ঞ ও দক্ষ এক কর্মী বাহিনী। এদের নেতৃত্বে রয়েছেন ডেল্‌টা লাইফের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এদেশের কৃতি এবং বিশিষ্ট বীমা ব্যক্তিত্ব এ্যাকচুয়ারী জনাব এস. এ. চৌধুরী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক, বাংলাদেশের প্রথম বীমা নিয়ন্ত্রক ও লন্ডনের "ইনস্টিটিউট অব এ্যাকচুয়ারীজ" এর 'ফেলো' জনাব চৌধুরীর রয়েছে জীবন বীমার তত্ত্বগত উচ্চতম জ্ঞান, লন্ডনস্থ 'ফ্রেনসিয়াল' ও 'ইগল স্টার' এ এ্যাকচুয়ারীয়াল বিষয়ে দীর্ঘ প্রশিক্ষণ এবং দেশী ও বিদেশী বীমা শিল্পে কাজের অমূল্য বাস্তব অভিজ্ঞতা। তাঁর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন গতিশীল নেতৃত্বে ডেল্‌টা লাইফ লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করেছে।

পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্বে রয়েছেন বরেণ্য বুদ্ধিজীবী, সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা জনাব কাজী ফজলুর রহমান। তাঁর মেধা ও অভিজ্ঞতা এই কোম্পানী পরিচালনায় অনন্য অবদান রেখে চলেছে।

স্ব স্ব ক্ষেত্রে উজ্জ্বল সাফল্যের অধিকারী ও দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব - শিক্ষক, প্রকৌশলী, চিকিৎসক, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী সমন্বয়ে গঠিত কোম্পানীর পরিচালনা বোর্ডের মূল্যবান পরামর্শ ও পথনির্দেশ কোম্পানীর যাত্রাপথের পাথেয় হিসেবে কাজ করছে।

## 'বাণী'

ব্যক্তি ও পরিবারের জন্য আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে। জীবন বীমা একটি প্রায় বাধ্যতামূলক সঞ্চয় ব্যবস্থা হিসাবে পরিগণিত হয়ে থাকে। অর্থনৈতিক নিরাপত্তা প্রদানের পাশাপাশি বীমাগ্রাহকদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় একত্রিত করে জীবন বীমা শিল্প বিনিয়োগযোগ্য অর্থবহ পুঁজি সৃষ্টি করে, যা ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন লাভজনক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে। এই লক্ষ্য নিয়ে ডেল্‌টা লাইফ আজ থেকে দশ বছর পূর্বে যাত্রা শুরু করে। দেশের প্রায় অর্ধেক মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে জীবনযাপন করছেন। তাদের মধ্যে বীমা সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে নিয়মিত সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা এবং স্বকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে তাদেরকে স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করা ডেল্‌টা লাইফের মুখ্য উদ্দেশ্য। এজন্য কোম্পানী বিভিন্ন ধরনের সুপরিকল্পিত প্রকল্প চালু করেছে। বিভিন্ন স্তরের মানুষের আর্থ-সামাজিক চাহিদা পূরণে প্রবর্তন করে চলেছে নতুন নতুন আকর্ষণীয় বীমা পরিকল্প। দেশের জীবন বীমা শিল্পে ডেল্‌টা লাইফ নতুন ধারার পথিকৃৎ।

গত এক দশকে ডেল্‌টা লাইফ প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। কোম্পানীর প্রতি সম্মানিত বীমাগ্রাহকগণের আস্থা ও পৃষ্ঠপোষকতা, জনগণের শুভেচ্ছা এবং কোম্পানীর অগণিত কর্মী ও অফিসারদের নিরলস শ্রম ও সমন্বিত প্রচেষ্টা সম্ভব করেছে এই সাফল্য। ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যে এই সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখতে হলে। এজন্য চাই সেবার মনোভাব, সম্প্রসারণশীল বলিষ্ঠ গতিময় সংগঠন এবং আপামর জনসাধারণের আস্থাধন্য পৃষ্ঠপোষকতা।

সম্মানিত বীমাগ্রাহক তথা সকল দেশবাসীর প্রতি রইলো আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা। কোম্পানীর সকল স্তরের বীমা বিপণন ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই।

(সাফাত আহমদ চৌধুরী)
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এবং এ্যাকচুয়ারী
ডেল্‌টা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ

## ডেল্‌টা লাইফের ১০ বছর

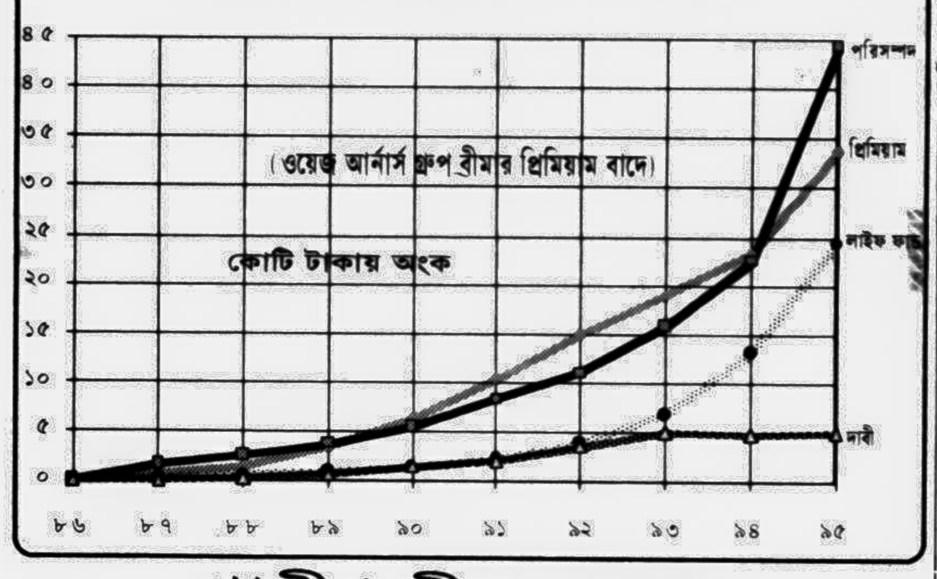


## গ্রামীণ বীমা প্রকল্প

ডেল্‌টা লাইফের সমাজ সচেতন প্রয়াসের ফসল হচ্ছে গ্রামীণ বীমা প্রকল্প। দেশের স্বল্পবিত্ত ও বিত্তহীন জনসাধারণ (বীমা নিরাপত্তার প্রয়োজন যাদের সবচেয়ে বেশী অথচ এই সুযোগ থেকে যারা বঞ্চিত) কে বীমা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৮৮ সাল থেকে গ্রামীণ বীমা কার্যক্রম শুরু হয়। গ্রামীণ বীমা স্বল্পবিত্ত ও বিত্তহীন মানুষের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা অর্জনের ইতিবাচক আন্দোলন।

জন্মলগ্ন থেকে স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে গ্রামীণ বীমার পথ চলা শুরু হয়েছে। দেশব্যাপী একটি বিশাল আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের বিস্তার না ঘটিয়ে প্রতিটি থানায় একটি করে স্বাধীন গ্রামীণ বীমা কার্যক্রম গড়ে তোলার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সর্বক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। গ্রামীণ বীমা কার্যক্রমের প্রতিটি কর্ম এলাকার ঐ এলাকায় স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্য থেকে কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। বীমা ব্যবসার সাধারণ নিয়মে কমিশন ভিত্তিক এজেন্ট ব্যবস্থার পরিবর্তে সুনির্দিষ্ট এলাকাতে বেতন ভিত্তিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। এ ছাড়া কার্যক্রমের পরিধি প্রসারের লক্ষ্যে বীমা ও বিনিয়োগ কার্যক্রমের বাইরে সামাজিক নিরাপত্তামূলক বিবিধ কর্মসূচী অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে।

স্বল্প সঞ্চয়, গৃহ সঞ্চয়, কন্যাশিক্ষা ইত্যাদি নানা রকম পরিকল্প পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগের অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয় যে, স্বল্প সঞ্চয় পরিকল্পই এ কার্যক্রমে সবচেয়ে উপযোগী। কাজেই অন্যান্য পরিকল্পের অধিকতর বিস্তৃতি স্থগিত রেখে কেবলমাত্র স্বল্প সঞ্চয় পরিকল্পটি বর্তমানে প্রয়োগ করা হচ্ছে এই পরিকল্পের বীমাঅংক ৫,০০০/= থেকে ৫০,০০০/= টাকা। সাপ্তাহিক প্রিমিয়ামের কিস্তির অংক সর্বনিম্ন ৯ (নয়) টাকা থেকে ৯০ (নব্বই) টাকা। পলিসির মেয়াদ ১০ বছর এবং ১৫ বছর। মেয়াদান্তে প্রতিটি ক্ষেত্রেই লাভসহ সঞ্চয়কৃত টাকার অনেক বেশী পাওয়া যায়।

সম্প্রতি পরীক্ষামূলকভাবে শুরু করা হয়েছে পশু বীমা পরিকল্প। অদূর ভবিষ্যতে জীবন বীমার নানা রকম সুযোগ তথা স্বাস্থ্য, দূর্ঘটনা ইত্যাদি এবং সাধারণ বীমা পদ্ধতি তথা মৎস্য, শস্য ইত্যাদি বীমা প্রচলনের পরিকল্পনাও রয়েছে। ১৯৯১ সালের শেষের দিকে প্রকল্প ঋণ কার্যক্রম শুরু হয়। বীমার ক্ষেত্রে প্রিমিয়াম হিসাবে অর্জিত তহবিল সাধারণত আর্থিক প্রতিষ্ঠান

See Page - 9

### গ্রামীণ বীমায় অগ্রগতি ঃ ১৯৮৮-১৯৯৫
(লক্ষ টাকায়)

| বৎসর | প্রিমিয়াম | লাইফ ফান্ড | মৃত্যু দাবী |
|---|---|---|---|
| ৮৮ | ১.১১ | -- | -- |
| ৮৯ | ১৫.৮৫ | -- | -- |
| ৯০ | ৪০.১৭ | -- | ০.৫০ |
| ৯১ | ৫৮.২৫ | ৩২.৩৩ | ০.৮৭ |
| ৯২ | ৮৪.১৩ | ৪৮.০৭ | ১.২৮ |
| ৯৩ | ১৪১.৮৯ | ৯৫.১১ | ১.৮৭ |
| ৯৪ | ২২৪.২২ | ১৬৮.১৮ | ৩.০২ |
| ৯৫ | ৩৭০.৬৮ | ৩৬০.১০ | ৪.৩৭ |

### ১৯৮৮ সাল থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত গ্রামীণ বীমার কার্যক্রম

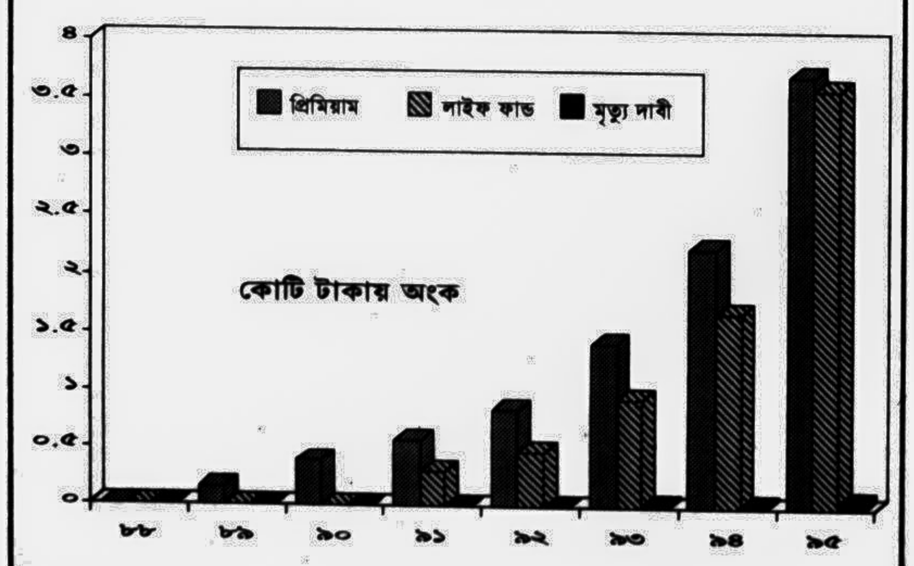


## আমাদের বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ এখানে মুদ্রিত হলো।

### এক নজরে ডেল্‌টা লাইফ এর ১০ বছর

প্রতিষ্ঠা ঃ ডিসেম্বর ১৯৮৬

প্রথম যাত্রা শুরু

| | | | |
|---|---|---|---|
| একক জীবন বীমা | ঃ ডিসেম্বর, ১৯৮৫ | গ্রুপ জীবন বীমা | ঃ ডিসেম্বর, ১৯৮৫ |
| হুইপ বীমা | ঃ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৮ | গণ বীমা | ঃ অক্টোবর, ১৯৯৩ |

### গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী
শুরু থেকে ডিসেম্বর, ১৯৯৫ পর্যন্ত

| | | | |
|---|---|---|---|
| চালু পলিসির সংখ্যা | ঃ ৫৫,২০৬ | মোট প্রিমিয়াম আয় | ঃ ১১২.৬৩ কোটি টাকা |
| মোট পরিসম্পদের মূল্য | ঃ ২২.৬৫ কোটি টাকা | বীমা দাবী বিতরণ বাবদ | |
| | | একক জীবন বীমায় | ঃ ৩৩ কোটি টাকা |
| মোট বিনিয়োগ | ঃ ৩৩ কোটি টাকা | মোট পরিসম্পদ | ঃ ৬৫ কোটি টাকা |

### পলিসি বোনাস

বর্তমানে বোনাসযুক্ত সকল চালু পলিসিতে ক্রমবর্ধমান সম্পদিত বীমা অংকের উপর বার্ষিক ৫% চক্রবৃদ্ধি হারে বোনাস দেয়া হচ্ছে। এই হারে মেয়াদ শেষে সর্বশেষ বীমা পলিসিতে প্রতি ১ লক্ষ টাকা বীমা অংকে প্রদেয় বোনাসের পরিমাণ হবে ঃ

| মেয়াদ (বছর) | মোট বোনাস (টাকা) | গড় বার্ষিক হার (টাকা) |
|---|---|---|
| ১০ | ৩২,০০০ | ৩,২০০ |
| ১৫ | ৫১,০০০ | ৩,৪০০ |
| ২০ | ৭৪,০০০ | ৩,৭০০ |
| ২৫ | ১,০০,৫০০ | ৪,০০০ |

### ১৯৯৬ সালের প্রত্যাশিত

| | | |
|---|---|---|
| মোট প্রিমিয়াম আয় | ঃ | ৫০ কোটি টাকার উর্ধে (বিদেশগামী বাংলাদেশীদের গ্রুপ বীমা প্রিমিয়াম বাদে) |
| মোট জীবন বীমা তহবিল | ঃ | ৪০ কোটি টাকার উর্ধে |
| মোট পরিসম্পদ | ঃ | ৬৫ কোটি টাকার উর্ধে |

## একক জীবন বীমা

ডেল্‌টা লাইফের প্রথম পলিসিটি বিক্রী হয় ঢাকায়। বীমাঅংক ১ লক্ষ টাকা। প্রথম বছরের প্রিমিয়াম সংগৃহীত হয় ৬,৪৮০/-। ৮৬ সালে মাত্র ১৪ দিন ব্যবসা সংগ্রহের সময় পাওয়া যায়। মোট প্রিমিয়াম আয় হয় ২.৭০ লক্ষ টাকা। গ্রুপ বীমা থেকে আসে আরও ১৪ হাজার টাকা। এর পর থেকে প্রতি বছরই কোম্পানীর নতুন পলিসির সংখ্যা ও প্রিমিয়াম আয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কোম্পানীর আর্থিক ভিত্তি এখন স্থিতিশীল ও মজবুত। জীবন বীমা তহবিল বা লাইফ ফান্ড সন্তোষজনক হারে বর্ধিত হচ্ছে। ১৯৯৬ সালের শেষে এর পরিমাণ উপনীত হবে ৪০ কোটি টাকায়। ১৯৮৬ থেকে ১৯৯৫ পর্যন্ত দশ বছরে কোম্পানীর একক বীমায় প্রিমিয়াম আয়ের অগ্রগতি সারণীতে দেখানো হলো।

পলিসি গ্রাহকগণকে মনোন্নত সেবা প্রদান এবং দ্রুত দাবী নিষ্পত্তি কোম্পানীর প্রথম অঙ্গীকার। এ লক্ষ্য সামনে রেখে শুরু থেকেই প্রতিটি কার্যক্রমে অত্যাধুনিক কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে তরুণ ও মেধাবী অফিসার নিয়োগ করে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাঁদেরকে ইতিবাচক সেবা কার্যক্রমের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে।

### দাবী পরিশোধ

দাবী পরিশোধ প্রক্রিয়া সহজতর হওয়ায় ডেল্‌টা লাইফ এক্ষেত্রেও সুনাম অর্জন করেছে। মৃত্যু দাবী, প্রত্যাশিত কিস্তির দাবী, এন্যুইটি, পেনশন প্রভৃতি নিয়মিত পরিশোধ করা হচ্ছে। ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত একক বীমায় মেটানো দাবীর মোট পরিমাণ ৬.৬০ কোটি টাকা।

### হোম লোন স্কীম

আবাসিক সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে এই পরিকল্পে আওতায় ঢাকা মহানগরী এলাকায় তৈরী ফ্ল্যাট ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সাশ্রয় করা হয়। প্রদত্ত ঋণের টাকার সমপরিমাণ অংকের জীবন বীমা পলিসির মাধ্যমে গ্রাহকের অকাল মৃত্যুতে ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়। ফলে গ্রাহকের ওয়ারিশ (গণ) তাঁদের সম্পত্তি হাতছাড়া হওয়ার আশংকামুক্ত থাকেন।

### মোট প্রিমিয়াম আয় (১৯৮৬-১৯৯৫) কোটি টাকায় ঃ

| বছর | নতুন প্রিমিয়াম | নবায়ন প্রিমিয়াম | সর্বমোট |
|---|---|---|---|
| ৮৬ | ০.০২৭ | — | ০.০২৭ |
| ৮৭ | ০.৪৯৫ | ০.০১৭ | ০.৫১২ |
| ৮৮ | ০.৫৪ | ০.১৫ | ০.৬১ |
| ৮৯ | ১.৫৫ | ০.৪০ | ১.৯৫ |
| ৯০ | ২.৭৮ | ১.১৫ | ৩.৯৩ |
| ৯১ | ৪.৭১ | ২.৩৯ | ৭.১৮ |
| ৯২ | ৬.৬৫ | ৪.৪১ | ১১.০৬ |
| ৯৩ | ৬.৭৭ | ৭.৫৫ | ১৪.৩২ |
| ৯৪ | ৮.২৮ | ৮.৯১ | ১৭.১৯ |
| ৯৫ | ১২.৩৭ | ১২.০৫ | ২৪.৪২ |

## গ্রুপ বীমা

গ্রুপ বীমা বিভাগ ডেল্‌টা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড এর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। এই বিভাগের মাধ্যমে ডেল্‌টা লাইফ বেশ কিছু প্রয়োজন উপযোগী এবং আকর্ষণীয় পরিকল্পের সাথে নিজেকে গ্রাহকদের নিকট তুলে ধরেছে যা বীমা শিল্পে ডেল্‌টা লাইফের কার্যক্রম শুরু করার পূর্বে ছিল না।

এর প্রধান পরিকল্পগুলো নিম্নরূপ ঃ

ক) গ্রুপ সাময়িক জীবন বীমা
খ) প্রিমিয়াম ফেরতযোগ্য (আংশিক/পূর্ণ) গ্রুপ জীবন বীমা
গ) গ্রুপ সঞ্চয়ী (আংশিক/পূর্ণ) জীবন বীমা পরিকল্প
ঘ) গ্রুপ পেনশন এবং গ্র্যাচ্যুইটি বীমা পরিকল্প ইত্যাদি।

ডেলটা লাইফ গ্রুপ বিভাগের মাধ্যমে ওয়েজ-আর্নার্সদের জন্য একটি প্রতিযোগিতামূলক বিশেষ গ্রুপ জীবন বীমা পরিকল্প প্রণয়ন করেছে যা বাস্তবিক পক্ষেই ওয়েজ-আর্নার্সদের জন্য আকর্ষণীয় এবং উপকারী বলে প্রমাণিত হয়েছে। ১৯৮৬ সনে এই কোম্পানী কার্যক্রম শুরু করার সূচনালগ্ন থেকেই গ্রুপ বীমা ব্যবসা সংগ্রহ করা শুরু হয়। সেই থেকেই গ্রুপ বিভাগ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ও তুলনামূলক ভাবে কম খরচে ব্যবসা করে আসছে। ৩০০ টিরও বেশী সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ আমাদের গ্রুপ বীমা পরিকল্পের আওতায় বীমাবৃত আছেন। প্রায় সমস্ত বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বহুজাতিক সংস্থা, ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান, বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় এবং বেসরকারী সংস্থাসমূহ গ্রুপ জীবন বীমা পরিকল্পের আওতায় বীমাবৃত। যেমন ঃ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেড, বাংলাদেশ টোবাকো কোম্পানী লিমিটেড, ফাইজন্স (বাংলাদেশ) লিমিটেড, গ্লাক্সো ওয়েলকাম বাংলাদেশ লিমিটেড, ট্রান্সকম লিমিটেড, নেসলে বাংলাদেশ লিমিটেড, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয় সহ সমস্ত সুগার মিল্‌স সমূহ, বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, দি ফোর্ড ফাউন্ডেশন, একশন-এইড বাংলাদেশ, আগা খান ফাউন্ডেশন, অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান সমূহ যেমন - আই এফ আই সি ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড, দি সিটি ব্যাংক, পূবালী ব্যাংক ইত্যাদি।

### সংক্ষেপে গ্রুপ বীমার প্রধান প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সমূহ নিম্নে দেয়া হলো ঃ

ক) গ্রুপ বীমা পরিকল্প বীমা পরিকল্পের একটি বিশেষ ধরনের পরিকল্প, যার আওতায় একটি মাত্র চুক্তির মাধ্যমে অনেক লোককে বীমাবৃত করা হয়।
খ) প্রিমিয়াম হার খুব কম অথচ এই পরিকল্পের আওতায় একজন বীমাবৃত ব্যক্তি পরিকল্পের সমস্ত সুবিধাসমূহ ভোগ করে থাকেন।
গ) গ্রুপ বীমা পরিকল্প নিয়োগ কর্তা ও কর্মচারীগণের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়তে সহায়তা করে, কারণ এতে তাঁদের পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তা এবং ভবিষ্যত সঞ্চয় নিশ্চিত হয়।
ঘ) গ্রুপ ইনসিওরেন্স এর সুবিধা প্রদান করে একজন নিয়োগকর্তা তাঁর কর্মচারীগণের পরিবারের আর্থিক

See Page - 9

### গ্রুপ বীমায় অগ্রগতি (১৯৮৬-১৯৯৬)

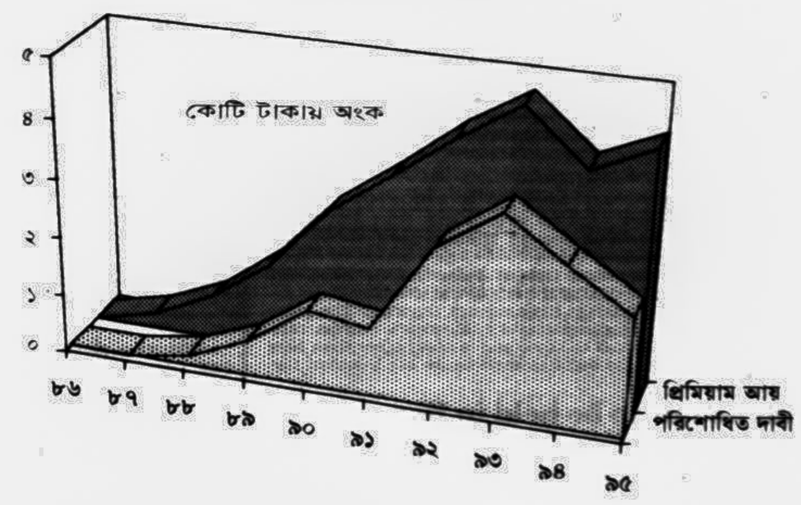


## গণবীমা

জীবন বীমা আন্দোলনের মাধ্যমে দেশের কোটি কোটি খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক মুক্তির লক্ষ্যে অনন্য পরিকল্পনা গণবীমা প্রকল্প চালু হয় ১৯৯৩ সনের অক্টোবর মাসে।

জীবন বীমা শুধুমাত্র বিত্তবান ধনী শ্রেণীর জন্য নয়। বীমা কল্যাণ ও নিরাপত্তা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন সেই সব বিত্তহীন পরিবারের যাদের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিটির অকাল মৃত্যুতে পুরো পরিবারকে পথে এসে দাঁড়াতে হয়, হতে হয় অপরের মুখাপেক্ষী, পরনির্ভর এবং নিতে হয় ভিক্ষার ঝুলি, তাঁদের জন্যই ডেল্‌টা লাইফের গণবীমা প্রকল্প। এর প্রিমিয়াম এত কম যে, বাৎসরিক লাভের দৃষ্টিকোন হতে একে বিচার করা যায় না। উপরন্তু কোম্পানী বীমা গ্রাহকদের টাকা তাঁদেরই কল্যাণে বিনিয়োগ করছে।

গণবীমা আন্দোলনে এমন কিছু কর্মসূচী সংযোজন করা হয়েছে যার সাথে জীবন বীমার কোন সম্পর্ক নেই। এর মধ্যে রয়েছে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান, বনায়ন, নিরক্ষরদের অক্ষর জ্ঞানদান, বয়স্ক শিক্ষা ও নৈশ বিদ্যালয়, স্বল্পবিত্ত মহিলাদের অন্যায় তালাক প্রতিরোধ, কুসংস্কার নির্মূল, স্বল্প ব্যয়ে মাসিক কিস্তিতে সংগঠক/সংগঠিকাদের জন্য ফসলী জমির ব্যবস্থা, স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে ঠেলাওয়ালা, রিক্সাওয়ালা, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, মহিলা ও পুরুষদের আত্মনির্ভরশীল করে তোলার লক্ষ্যে ঋণ প্রদান ব্যবস্থা। বেকারত্ব দূরীকরণে কিছুটা হলেও সারা বাংলাদেশে দশ হাজারেরও বেশী উন্নয়ন কর্মকর্তা কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছেন এই প্রকল্পের মাধ্যমে। বিশেষ করে সামাজিক ভাবে অবহেলিত নির্যাতিত গ্রামীণ মহিলারা আজ এই কর্মসূচীর মাধ্যমে পাচ্ছেন সম্মানজনক স্বনির্ভর জীবন গড়ে তোলার অনন্য সুযোগ।

বর্তমানে গণবীমার দু'টি আকর্ষণীয় পরিকল্প চালু আছে, একটি সঞ্চয়ী বীমা পরিকল্প ও অপরটি অগ্রিম প্রদান বীমা পরিকল্প। প্রথম পরিকল্পে জীবনের ঝুঁকি গ্রহণের সাথে সাথে নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে এককালীন আকর্ষণীয় বোনাস সহ সম্পূর্ণ টাকা ফেরত প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পের আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার অনেক আগেই লাভসহ পুরো বীমা অংক ফেরত প্রদান করা হয় কিন্তু মেয়াদ পূর্তি পর্যন্ত পুরো ঝুঁকি বলবৎ থাকে।

### এক নজরে গণবীমা

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | শুরুর তারিখ | ঃ | ১ লা অক্টোবর, ১৯৯৩ |
| ২। | এ পর্যন্ত পলিসি সংখ্যা | ঃ | ১,২২,০০০ |
| ৩। | এ পর্যন্ত শাখা/ব্লকের সংখ্যা | ঃ | ৪৬৩ |
| ৪। | পরিশোধিত দাবীর সংখ্যা | ঃ | ৫৫ |
| ৫। | পরিশোধ